691
1953

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

মহামান্য হাইকোর্টের রিসিভার মহোদয়
কর্ত্তৃক নিযুক্ত এজেণ্ট—
রাণা ও দত্তের দ্বারা পরিবেশিত

Jubilee Press, Calcutta-13.

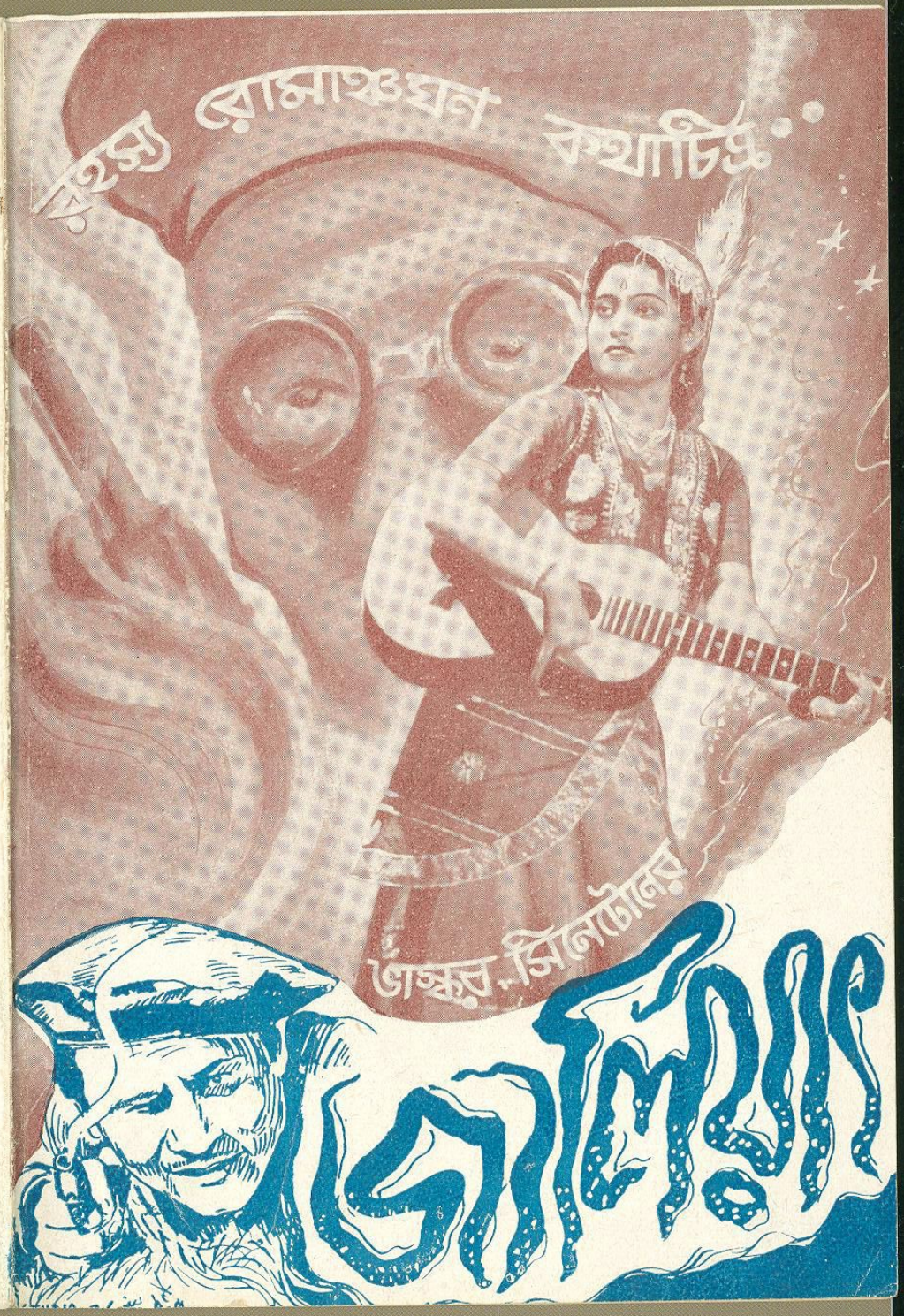

ভাস্কর সিনেটোনের নিবেদন

"জালিয়াৎ"

কাহিনী ও প্রযোজনা ঃ জিতেন গল
সংগঠন ঃ গুইরাম বিশ্বাস ও বনবিহারী বাগ
সংলাপ ঃ জীবানন্দ ঘোষ ও অজিত দে
গীতিকার ঃ কানুরঞ্জন ঘোষ ও দেবকী সেন

সুরশিল্পী ঃ পঞ্চানন মিত্র
আলোক চিত্র ঃ মুরারী ঘোষ
শব্দানুলেখন ঃ পাঁচু দাস
শিল্প নির্দ্দেশ ঃ নরেশ ঘোষ
সম্পাদনা ঃ অজিত গঙ্গোঃ
ব্যবস্থাপনা ঃ শান্তি মিত্র
স্থিরচিত্র ঃ রবীন মিত্র
সাজসজ্জা ঃ গণেশ দাস

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ ঃ ইন্দ্রলোক ষ্টুডিও ষ্টাফ

সহকারীবৃন্দ ঃ—

পরিচালনায় ঃ কুমার দীলিপ দাশ গুপ্ত, বনবিহারী বাগ
আলোকচিত্র ঃ নলিন দুয়ারা, বিমল চৌধুরী
শব্দানুলেখনে ঃ ধরনী চৌধুরী সম্পাদনায় ঃ ভোলা দে
সুরশিল্পী ঃ গুপি দে, স্বরূপ দাস, রূপসজ্জায় ঃ অনুকুল দাস
ব্যবস্থাপনায় ঃ দানী মিত্র, গোপাল মুখার্জী
শিল্প নির্দ্দেশ ঃ সতীশ অধিকারী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ শ্রীভাস্কর

ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওতে গৃহীত
ও
ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

রূপায়ণে ঃ—

বিকাশ রায়, নিতীশ মুখার্জী, রাধামোহন, শিশির মিত্র, কৃষ্ণধন, বিমল কুমার (নবাগত), পঞ্চানন ভট্টাঃ, অমর রায়, বলাই মুখার্জী, রূপনারায়ণ, দেবকুমার, গীতশ্রী দেবী, অনিতা রায় (নবাগতা), জয়শ্রী সেন—আরও অনেকে

কাহিনী

(সারাংশ)

জালিয়াৎ

সারা সহরে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেছে····। একের পর এক অঘটন ঘটে চলেছে—খুন ডাকাতি আর জালিয়াতি। এ সব অঘটন ঘটছে অদৃশ্য দলপতির নির্দ্দেশে····কেউ তাকে চেনে না, জানে না কে সে···· !

পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল—সহরের শান্তি রক্ষায়····। ভুজঙ্গ ধরা পড়ল পুলিশের হাতে···· ! অদৃশ্য দলে ভুজঙ্গের মতই দেখতে অবিকল একজনকে পুলিশের চর নিযুক্ত করল চিফ্ ইনস্পেক্টর রঞ্জিত চৌধুরী। নাম তার পৃথ্বিশ। পৃথ্বিশ হলো নকল ভুজঙ্গ।

ভুজঙ্গ খবর দিল পুলিশকে, রঞ্জন ডাক্তারের আয়রণ সেফ্ থেকে হীরা জহরৎ চুরী করবে অদৃশ্য দল। সাবধানী পুলিশ হাত সাফাই করল।

অদৃশ্যদল যে হীরা জহরৎ চুরী করল তা আসল নয় সবই নকল। রাগে রী রী করে উঠল কর্ত্তা। চুরী করল রঞ্জন ডাক্তারের মেয়ে দীপালীকে। অদৃশ্য দল নিল চরম প্রতিশোধ।

চোরা কুঠরীতে দেখা হয়ে গেল পৃথ্বিশের। যে পৃথ্বিশ অতীতে দীপালীকে ভালবেসে প্রত্যাক্ষত হয়েছিল।

চোরা কুঠরী থেকে বেরিয়ে আসবার পথে পৃথ্বিশের দেখা হোল তপতির সংগে। নিজের অতীতের কাহিনী সে শোনায় পৃথ্বিশকে। সে ছিল এক কেমিষ্টের মেয়ে। রায় বাহাদুর

কেশব সান্যাল আর ডাক্তার রঞ্জন বোস ঔষধের কারখানা খুলে জালিয়াতী করে তার বাবাকে মিথ্যা অভিযোগে জেল খাটায়।

প্রতিশোধের নেশায় তপতি পথ হারিয়েছে, বিপথে ছুটেছে এবং পরিশেষে পুরস্কার পেয়েছে অনুশোচনা···· সে বাঁচতে চায় ; চায় সহজ সরল আর স্বাভাবিক জীবন।

সেই রাতেই হাজারীলালের সংগে মন কশাকশি থেকে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। হাজারী দল ছেড়ে চলে গেল।

পৃথ্বিশ সেখান থেকে আবার দীপালীকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনল রাস্তায়। পথে-ই ইন্সপেক্টার চৌধুরীর দীপালীকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেরী হয়ে যাওয়ায় সব বিফল হলো। দীপালীকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে গেল পৃথ্বিশ। দীপালীর মনে পড়ল অনেকগুলো বছর আগে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। যখন পৃথ্বিশ আর সে দু'জনে মিলে রচনা করতে চেয়েছিল ছোট্ট একটি নীড়। তারপর দৈবদুর্বিপাকে পৃথ্বিশকে চলে যেতে হ ল দূরে····বহুদূরে·····

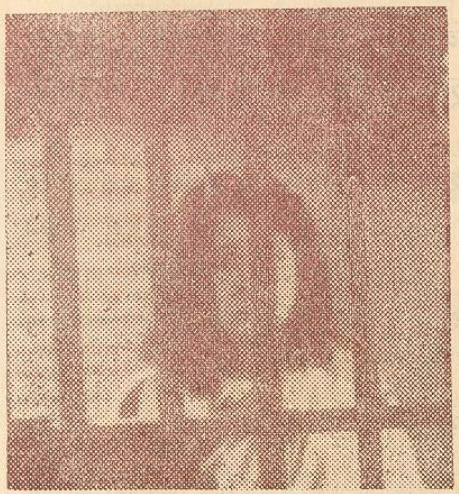

আড্ডাখানায় একটি ছোট ঘরে ভুজঙ্গবেসি পৃথ্বিশ তার নৈশ আহারে প্রবৃত্ত। ঘরে ঢুকিল তপতী সেন। সে বলিল, আমাদের কিছুদিন এ আড্ডা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। নির্দ্দেশ পেয়ে ভুজঙ্গ তপতী সেনকে বিদায় জানাল।

তপতী কিন্তু যেতে পারল না। ভুজঙ্গ তাকাল অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি মেলে।

রঞ্জিতবাবু খবর দিলেন আসল ভুজঙ্গ শিকদার জেল থেকে পালিয়েছে—সুতরাং তার এখন বাইরে চলাফেরা করা উচিত নয়। কল্যাণ তপতীকে অদৃশ্য দলপতির নাম করে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ব্যরাকপুরের আড্ডায়। মংবা আড়াল থেকে সমস্ত ব্যপার দেখল। তারপরেই প্রকাশ পেল পুলিশের আর একজন ডিটেকটিভ্।

ইতিমধ্যে আসল ভুজঙ্গ আড্ডায় ফিরে এল। তাকে পুলিশের গোয়েন্দা সন্দেহ করে অদৃশ্য দলপতির হুকুমে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল এবং মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

পৃথ্বিশ পুলিশ নিয়ে এসে আড্ডা ঘেরাও করল এবং বাকী সকলকে গ্রেপ্তার করল। ক্রমে অদৃশ্য দলপতির মুখোস গেল খুলে, রায়বাহাদুর কেশব সান্যাল আত্মপ্রকাশ করলেন।

তারপর····· ?

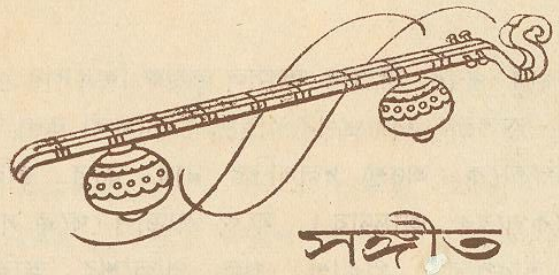

সঙ্গীত

(১)

ডেন সঙ্—
রুমা ঝুমা (২) নূপুর বাজে
কারি লাগি বাজে বীণা
মরমেরই মাঝে।
ঝিলি মিলি ঝিলি মিল
খেলা করে বাঁকা চাঁদ
কুমুদিনী আঁখী দুটী
ঢাকে ভীরু লাজে।
পরদেশী গো কত দূরে আছ তুমি
আমি একা;
মধু বনে কবে প্রিয়ো অভিসারে
হবে দেখা—
রিনি ঝিনি (২) বেজে ওঠে কিঙ্কিনী
দ্বারে এসে তুমি কি গো
দাঁড়াবে কি সাঁজে॥

(২)

তোমায় গান শোনাব
তোমার মন ভোলাব
নীল আকাশের চাঁদের আলো
চোখে বোলাব।
একটী কথা ব'লে তোমার সরম ভাঙ্গাব'
কাছে এসে একটু শুধু ফাগুণ রাঙ্গাব'
(হায়) মন রাঙ্গাব, ফাগুণ রাঙ্গাব'
হৃদয় বীণার তালে (২) সুর মেলাব'
সুরে সুর মেলাব', গান শোনাব, মন ভোলাব'....
হারিয়ে যাব' দুজনাতে যেন নদীর ঢেউ
মন সাগরের সেই ঠিকানা জানবে না আর কেউ
আমি গোপন ফুলের গন্ধ দোলায় তাইতো দোলাব,
সুরে সুর মেলাব, গান শোনাব, মন ভোলাব'.....

(৩)

মোর মধু রাতি এলোনা।
চাঁদ তুমি আর দুরে থেকে,
মায়া দীপ জেল'না।
মন ভোলা মরু-মরীচিকা
মোর নয়ণের ভীরু শিখা
আলো ছায়া খেল'না।
ফুল ঝরাণ'র বেলা শেষে—
ব্যাথা হ'য়ে তুমি কাছে এসে
মিছে সুধা ঢেল'না॥